بسم الله الرحمن الرحيم

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৭

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৩ চৈত্র ১৪২৩
০৬ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সংহতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছে, যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা যেমন ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি, তেমনি ইসলামের প্রতি ছিল তার গভীর অনুরাগ। তাঁর চিন্তা, চেতনা ও প্রতিটি কর্মে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কায়েমী স্বার্থবাদীরা যাতে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভেদ, বিভ্রান্তি ও বৈষম্য সৃষ্টি করতে না পারে তা আমাদের সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও মর্মবাণী দেশবাসীর সম্মুখে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতি আহ্বান জানাই।

ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ, সহমর্মিতা ও মানব কল্যাণের ধর্ম। এখানে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদের কোনো স্থান নেই। ইসলামের সুমহান আদর্শকে ধারণ করে এ দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবেন-জাতি তা প্রত্যাশা করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত মেহমান হিসেবে পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী বিষয়ক কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান শায়খ ড. মুহাম্মদ বিন নাসের আল খুজাইম এবং পবিত্র মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমাম ও খতীব ড. আবদুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল কাসিম প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি সম্মানিত মেহমানদ্বয়কে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সফলতা কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক পথে চলার তওফিক দিন। আমীন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাংলাদেশের মহান স্থপতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ চৈত্র ১৪২৩
০৬ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি আলেম-ওলামাসহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও মর্মবাণী জনগণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আলেম-ওলামাসহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ জনগণের কল্যাণে কাজ করে চলেছে।

জাতির পিতা মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন। তিনি টঙ্গিতে বিশ্ব ইজতেমার জায়গা ও কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণ ও জামিয়া মাদানিয়া দারুল উলুম যাত্রাবাড়ী কওমী মাদরাসার জন্য জমি বরাদ্দ করেন। জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন, বেতার ও টেলিভিশনে প্রতিদিনের অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন। স্বল্পব্যয়ে সমুদ্রপথে হজ করতে হজযাত্রীদের জন্য 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। এসবই তিনি করেছেন ইসলামের সুমহান মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কাজ করছে। ২০০৯ সাল থেকে গত ৮ বছরে আমরা ইসলামের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমরা দেশে প্রথম একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। পবিত্র কোরআন-এর ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করেছি। শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার পবিত্র কুরআনুল করীম বিতরণ করা হয়েছে। 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। হজের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে।

আমরা মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি। বিভিন্ন মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এবতেদায়ী মাদরাসার মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন খতিব ও ইমামগণকে ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। আমাদের সরকার সৌদি সরকারের আর্থিক সহায়তায় দেশের সব জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি নতুন মসজিদ কাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। সারাদেশে ১০১০টি 'দারুল আরকাম' নামে মসজিদভিত্তিক বিশেষায়িত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে জঙ্গিবাদ ও সহিংসতার কোন স্থান নেই। আমরা জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। ইমাম ও আলেম সমাজ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সহাবস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি অসাম্প্রদায়িক, সুখী-সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলেম-ওলামা সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ইসলামের খেদমতে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলিম। বাংলার জনগণের মুক্তির প্রত্যাশায় তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন এবং জেল জুলুম, নির্যাতন সহ্য করেছেন। জীবনে একাধি বারের জন্যও তিনি অসত্য ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসে আলোকিত ছিলো তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। এ বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি পাকিস্তানী বৈরশাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এবং দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন।

বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক ঐতিহ্যে ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল সুমহান ইসলামের আলোয় আলোকিত। তাঁর পূর্বপুরুষ শেখ আবদুল আউয়াল দরবেশ (র) ছিলেন ছীনের প্রচারক হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র)-এর একজন সুযোগ্য সহযোগী। এদেশে অলি আউলিয়াদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছে। সুফি দরবেশগণ মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণের বাণী শুনিয়ে মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ছিলেন নির্লোভ, নিরাহঙ্কার ও মানবতার একনিষ্ঠ সেবক। বঙ্গবন্ধুর পরিবারে এই মহান সুফী দরবেশের প্রভাব সবসময়ই বিদ্যমান ছিলো। বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন উভয়ই ছিলেন নিষ্ঠাবান ধার্মিক এবং মানব কল্যাণে নিবেদিত। বঙ্গবন্ধু তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে থেকে ইসলামে মানবতাবাদী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকে তিনি এতিম ও অসহায়ের প্রতি ছিলেন দয়ালু, দানশীল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ধাপই ইসলামের এই মানবতাবাদী শিক্ষা ও আদর্শে উদ্ভাসিত ছিলো। ভারত বিভক্তির সময় সংঘটিত দাঙ্গায় মুসলমানদের জীবনে সীমাহীন দুর্দশা নেমে আসে। বঙ্গবন্ধু জীবনবাজি রেখে দুর্গত মুসলমানদের রক্ষার জন্য অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদেয় ভাষণে বঙ্গবন্ধু ইসলামের ন্যায় বিচারের কথা তুলে ধরেছেন এবং এ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ তার দলকে নিরঙ্কুশ ভোটে বিজয়ী করে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন '...এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্!' এ থেকেই প্রমাণিত হয় আল্লাহর প্রতি তাঁর কতটা গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ছিলো।

আলজিয়ার্সে বাদশাহ ফয়সাল এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্টে বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন

বাংলাদেশ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশ। এদেশের মানুষকে যেন কেউ ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে শোষণ নির্যাতন না করতে পারে এবং ধর্মের আলোয় আলোকিত হয়ে যাতে প্রতিটি মানুষ শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে এ লক্ষ্যে আলেম ওলামাদের একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্টে এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা; ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা; ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো; ইসলাম ও ইসলামের বিষয়ে সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা; ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা; মসজিদ ইসলামি কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ইত্যাদি।

ইসলাম প্রচার প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশনই প্রতিষ্ঠা করেননি। তাঁর সাড়ে তিন বছরের স্বল্পকালীন শাসন আমলে তিনি ইসলামের খেদমতে যে সামান্য অবদান রেখে গেছেন তা সমকালীন ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর তিনি অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। জাতীয় পর্যায়ে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের প্রচলন করেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হজ্জযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন। সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ্জ পালনের সুবিধার জন্য 'হিজবুল বাহার' নামক একটি জাহাজ ক্রয় করেন। রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেন। ঈদে-মিলাদুন্নবী (সা), লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ও শাস্তির বিধান করেন। বিধি এজতেমার জন্য টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। ঢাকার কেন্দ্রস্থলে কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জায়গা বরাদ্দ করেন। রাশিয়াতে তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৩ সালে আরব ইসরাঈল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা ও ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে বাদশাহ ফয়সালের সাক্ষাৎ এবং ভ্রাতৃত্বের দিগন্ত উন্মোচন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সময়ে সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ-এর সাথে বঙ্গবন্ধু একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হন। এর ফলে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের দিগন্ত উন্মোচিত হয়। স্বাধীনতার পর পরাজিত পাকিস্তানী শাসক এবং তাদের এদেশীয় দোসর জামাত শিবির বাংলাদেশের জনগণ ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরব বিশ্বে যে নেতিবাচক ধারণা তুলে ধরে এই সাক্ষাতের ফলে এর অবসান ঘটে এবং হজযাত্রীগণ বাংলাদেশের পাসপোর্টে হজে যাওয়ার সুযোগ পান।

শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তনে বঙ্গবন্ধুর অবদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক অসম সাহসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর দুটি দেশের মধ্যে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদান না করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে কোন কোন মহল থেকে পরামর্শ দেয়া হয়।

কিন্তু তিনি মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ার এই সুবর্ণ সুযোগটি কিছুতেই হাত ছাড়া করেননি। সবমহলের বাধা উপেক্ষা করে তিনি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাথে খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ পান। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং মুসলিম বিশ্ব একে একে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া শুরু করে। ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন। এর ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের পর ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ইসলামী ব্যাংকের ভিত্তি নির্মাণ করলেও স্বাধীনতাবিরোধী জামাত শিবির চক্র এই বিষয়টিকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখে। আরব বিশ্বের অর্থায়নে এবং সিংহভাগ অংশীদারিত্বে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও জামাত-শিবির এই ব্যাংকের কর্তৃত্বের আসনে বসে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেশের আলিয়া, কওমী, তাবলীগ ও পীর-মাশায়েখসহ সকল স্তরের আলেম ওলামার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। তাই তিনি সবসময়ই আলেম ওলামা ও ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হয়ে কাজ করে গেছেন।

ইসলাম প্রচার-প্রসারে এবং আলেম-ওলামার কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেমন ইসলামের প্রচার প্রসারে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার প্রদর্শিত পথে ইমাম ও আলেম-ওলামা ও ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথ ধরে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার পরিকল্পিতভাবে কাজ করে চলেছে। উন্নয়নের এই স্রোতধারায় আলেম ওলামাদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মর্যাদা ও জীবন মানের উন্নতি সাধন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম একটি লক্ষ্য।

আল-কুরআন ডিজিটাইজেশন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দিকনির্দেশনায় ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী শিক্ষাকে সর্বস্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠার জন্য 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সৌন্দর্যকরণ ও সম্প্রসারণ

২০১০ সালের ২৯ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বায়তুল মুকাররম মসজিদের মিনার, মহিলা নামাযকক্ষসহ নির্মিত স্থাপনার শুভ উদ্বোধন করেন, যা বর্তমান সরকারের একটি বিরাট সাফল্য। ৫,৬০০ জন মহিলা একত্রে নামায আদায়ের ব্যবস্থা থেকে মহিলা নামাযকক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়। মসজিদের সাহানে ২০,০০০ জন মুসল্লির নামাযের স্থান সম্প্রসারণসহ মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে ৫০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সে ৫ তলা বিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয় এবং লাইব্রেরীতে নতুন নতুন ধর্মীয় কিতাবাদি সংযোজন করা হয়।

হজ্জ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত দিকনির্দেশনায় সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী জাতীয় হজ্জনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্রাজা' স্থাপন

হজ্জযাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বর্তমান সরকার ২০১১ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মত জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে প্রাজা ভাড়া নিয়ে বাংলাদেশী হাজীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে।

আশকোনা হজ্জক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

২০১০ সালে আশকোনা হজ্জক্যাম্পের ডরমেটরীতে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি লিফট স্থাপন এবং বিমান, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন অফিসসমূহে সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়।

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

২০১০ ও ২০১১ সালে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পটি জাতীয় একনেক কর্তৃক ১৫ শত কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখে অনুমোদিত হওয়ায় ৭৬ হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মডেল মসজিদ কাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অনুমোদিত নকশা

শিশু গণশিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থান

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় মাসিক সম্মানীর ভিত্তিতে প্রায় ৬ হাজার ধর্মপরায়ণ মহিলার কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তি

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম এবং বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে ৫৮,০০০ আলেমের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কওমী শিক্ষার্থীদের সনদের সরকারী স্বীকৃতির জন্য কমিশন গঠন

কওমী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সনদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

১০০০টি বেসরকারী মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ

এই কর্মসূচির আওতায় ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১০০০টি বেসরকারী মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ২০ জানুয়ারী সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা প্রদান করেন।

ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বর্তমান সরকারের মেয়াদে দেশের ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে ইমামদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ১৯৪৩ জন ইমামকে নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে (জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, নিরাপদ অভিবাসন, এইচআইভি এইডস, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি) সর্বমোট ১৮১৯১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুরী প্রদান করে। কোন ইমাম-মুয়াজ্জিন বার্ধক্যজনিত কারণে কর্ম-অক্ষম হয়ে পড়লে এবং আর্থিক অনটনে পড়লে তাদের এই ট্রাস্ট থেকে অক্ষেত্রযোগ্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যায়।

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এপ্রিল মাস হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মার্চ মাস পর্যন্ত তিন বছরের জন্য ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নতুন একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে প্রায় ৪ হাজার শিরোনামের পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে।

ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান

ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান সরকার নতুন ৭টি মিশন কেন্দ্র স্থাপন করছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪০টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানসহ দরিদ্র রোগীকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প

বর্তমান সরকারের সময়ে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং মস